بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২২শে আগষ্ট, ২০২৫ যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে মক্কাবিজয় পরবর্তী হুনায়েনের যুদ্ধাভিযানের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানের ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছিল। এ ধারাবাহিকতায় আজ **হুনয়েনের যুদ্ধাভিযান** সম্পর্কে আলোচনা করব। এটি অষ্টম হিজরীর শওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধাভিযানের বিভিন্ন নাম বর্ণিত হয়েছে। মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থানে হুনায়েন নামক গ্রামে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বলে একে হুনায়েনের যুদ্ধ বলা হয়। এছাড়া যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সবচেয়ে বড়ো গোত্র ছিল বনু হাওয়াযিন, তাই একে **গযওয়ায়ে হাওয়াযিনও** বলা হয়ে থাকে। আবার কতক ঐতিহাসিক একে **আওতাসের যুদ্ধাভিযান** হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, কেননা শত্রুদলের একটি অংশ হুনায়েন থেকে পালিয়ে আওতাস নামক স্থানে চলে গিয়েছিল আর মুসলমানরা সেখানে গিয়ে তাদেরকে পরাস্ত করেছিল। তবে অধিকাংশ লেখক আওতাসের যুদ্ধাভিযানকে পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে,

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ *ثُمَّ أَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ*

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে বহু রণক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন এবং হুনায়নের দিনেও, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদিগকে আত্মশ্লাঘায় বাড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোনো উপকারে আসে নি এবং ভূ-পৃষ্ঠ বিস্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তখন তোমরা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর রসূলের ওপর এবং মু'মিনদের ওপর নিজ প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তিনি এমন সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করলেন যাদেরকে তোমরা দেখো নি এবং তিনি তাদেরকে শাস্তি দিলেন যারা অস্বীকার করেছিল এবং এটিই অস্বীকারকারীদের প্রতিফল।" (সূরা আত্ তওবা: ২৫-২৬)

এ যুদ্ধাভিযানের কারণ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, মক্কাবিজয়ের পর আরবের বড়ো বড়ো গোত্রগুলো হয় ইসলামগ্রহণ করেছিল নতুবা মহানবী (সা.)-এর আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু মক্কার নিকটবর্তী **বনু হাওয়াযিন ও বনু সাকীফা** যারা চরম অবাধ্য ও যুদ্ধপ্রিয় ছিল তারা চিন্তা করে, আরবের অধিকাংশ গোত্র মহানবী (সা.)-এর আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে, এখন মুসলমানরা আমাদের ওপর আক্রমণ করবে। তাই তারা এর পূর্বেই মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা করে। বনু হাওয়াযিনের সাথে আরো কিছু গোত্র যেমন, বনু সাকীফা, নাসার ও জাশামের যুদ্ধবাজরা, সা'দ বিন বাক এবং বনু হেলালের কিছু লোক এসে এ যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। কতক বর্ণনানুযায়ী মক্কাবিজয়ের অনেক পূর্বেই তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল এবং উরওয়া বিন মাসঊদের নেতৃত্বে জর্ডানের দিকে একটি প্রতিনিধিদলকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিল।

মহানবী (সা.) যখন মক্কার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে যাত্রা করেন তখন উক্ত সংবাদ পেয়ে তিনি কিছু সাহাবী (রা.)-কে অগ্রে প্রেরণ করেছিলেন যারা হাওয়াযিন গোত্রের এক গোয়েন্দাকে আটক করেন এবং মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিয়ে আসেন। তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলে, বনু হাওয়াযিন বিশাল সৈন্যবাহিনী একত্রিত করেছে এবং বনু সাকীফও তাদের সাথে যোগ দিয়েছে আর প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের জন্য তারা জর্ডানের দিকে লোক পাঠিয়েছে। যাহোক, তাদের এরূপ প্রস্তুতি নেওয়ার সময়ই মহানবী (সা.) মক্কা বিজয় করেন। এ কারণে তারা নিজেরাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য যাত্রা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। অতঃপর বিশ হাজার সেনাদল গঠন করে ত্রিশ বছর বয়স্ক **মালিক বিন অওফ** এর নেতৃত্বে তারা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

মালিক বিন অওফ এ যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে এমন এক পদক্ষেপ গ্রহণ করে যা সম্ভবত আরব ইতিহাসে প্রথমবার ঘটেছিল আর তা হলো, সে প্রত্যেক সৈন্যকে নির্দেশ দেয় তারা যেন নিজেদের স্ত্রী-সন্তান, এমনকি সম্পদ বা গবাদিপশুও সাথে নিয়ে অগ্রসর হয়। এর পেছনে তার উদ্দেশ্য ছিল, প্রত্যেক সৈন্যের পেছনে তাদের স্ত্রী-সন্তান থাকার ফলে তারা পিছু হটার চিন্তা করবে না আর প্রাণপন যুদ্ধ করবে। যাত্রাপথে তারা আওতাস উপত্যকায় পৌঁছে শিবির স্থাপন করে। **বনু জাশামের** শতবর্ষী এক বৃদ্ধ **দুরায়েদ বিন সিম্মা** বলে উঠে, মালিক বিন অওফের এ সিদ্ধান্ত সঠিক নয়। যদি তোমরা জয় লাভ করো তাহলে ভালো কথা, কিন্তু তোমরা পরাজিত হলে তোমাদের স্ত্রী-সন্তানদের হারাবে। এর চেয়ে ভালো হবে, তোমরা নিজেদের স্ত্রী-সন্তানদের দূর্গে পাঠিয়ে দাও আর ঘোড়ায় চেপে তাদের সাথে লড়াই করো। এরপর যদি তোমরা পরাজিত হও তাহলে কমপক্ষে তোমাদের স্ত্রী-সন্তানরা রক্ষা পাবে। মালিক বিন অওফ তার কথায় কর্ণপাত না করে বনু হাওয়াযিনকে উদ্দেশ্য করে বলে, **আল্লাহ্‌র কসম! আমি আমার সিদ্ধান্ত থেকে বিরত হবো না। সিম্মা বৃদ্ধ হয়ে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। কাজেই, তোমরা আমার আনুগত্য করো, নতুবা আমি আত্মহত্যা করব**। তখন তার জাতির লোকেরা তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করে এবং লড়াইয়ের জন্য পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়।

মহানবী (সা.) তাদের অভিযানের সংবাদ পেয়ে পুনরায় একজন সাহাবীকে প্রেরণ করেন। সেই সাহাবী গোপনে তাদের সৈন্যবাহিনীর মাঝে প্রবেশ করে তাদের প্রস্তুতি এবং অভিযান সম্পর্কে জেনে এসে মহানবী (সা.)-কে বিস্তারিত তথ্য অবগত করেন। তাই বাধ্য হয়ে মহানবী (সা.) তাদের প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন। অনুসন্ধানে জানা যায়, যুদ্ধের প্রস্তুতিস্বরূপ অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ অনেক কম ছিল। তাই তিনি (সা.) মক্কার নেতা **সাফওয়ান বিন উমাইয়্যার** কাছে ঋণস্বরূপ কিছু অস্ত্র নেওয়ার কথা বলেন, সে তখনও পর্যন্ত মুসলমান হয় নি। সাফওয়ান বলে, আপনি কী আমার সম্পদ ঋণস্বরূপ নিতে চান নাকি দখল করতে চাচ্ছেন? তিনি (সা.) বলেন, না! আমরা ঋণ হিসেবে এসব অস্ত্র তোমার কাছ থেকে নিতে চাই আর আমি এসব ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে জামিনদার থাকছি। এরপর সে চাহিত অস্ত্র মুসলমানদের প্রদান করে। যুদ্ধের পর অস্ত্র ফেরতের সময় দেখা যায়, সাফওয়ানের কিছু বর্ম পাওয়া যাচ্ছিল না। তখন মহানবী (সা.) তাকে সেগুলোর মূল্য পরিশোধ করে দিতে বলেন। কিন্তু সাফওয়ান ততদিনে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন, তাই তিনি এ কথা শুনে বলেন, **হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আজ আমার হৃদয়ের যে অবস্থা তা সেদিন ছিল না, তাই আমি এসবের বিনিময়ে কোনো মূল্য গ্রহণ করতে পারবো না**। অনুরূপভাবে মহানবী (সা.) তাঁর চাচাতো ভাই **নওফেল বিন হারেসের** কাছ থেকেও তিন হাজার বর্শা ধার হিসেবে নিয়েছিলেন। এছাড়া **ইবনে রবীয়্যার** কাছ থেকেও কিছু অস্ত্র ধার

হিসেবে নিয়েছিলেন। হুযূর (আই.) বলেন, **মহানবী (সা.)-এর উন্নত চরিত্রের লক্ষণীয় দিকটি হলো, তিনি ছিলেন মক্কা বিজয়ী আর তারা ছিল এক পরাজিত জাতি। যুদ্ধনীতি ও রীতি অনুযায়ী পরাজিত জাতির সম্পদের মালিকও তিনি হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু যখন যুদ্ধের জন্য অস্ত্রের প্রয়োজন হয় তখন তিনি (সা.) তাদের কাছ থেকে এক একটি অস্ত্র ঋণ হিসেবে এ অঙ্গীকারের সাথে গ্রহণ করেন যে, আমরা যতগুলো অস্ত্র ঋণ হিসেবে নিচ্ছি ততগুলোই তোমাদেরকে ফেরত দিব।** হুযূর (আই.) বলেন, এ যুদ্ধাভিযানের অবশিষ্ট বিবরণ আগামীতে উল্লেখ করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

পরিশেষে হুযূর (আই.) দু'জন মরহুমের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন। প্রথমত, পাকিস্তানের **মরহুম জনাব খাজা মুখতার আহমদ বাট সাহেব** যিনি সম্প্রতি ৯২ বছর বয়সে কানাডায় ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। দ্বিতীয়ত, ভারতের নযীর আহমদ সাহেবের স্ত্রী **মরহুমা শ্রদ্ধেয়া সাঈদা বেগম সাহেবা, তিনিও** কিছুদিন পূর্বে ৭৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। হুযূর আনোয়ার (আই.) সংক্ষেপে তাদের স্মৃতিচারণ করেন। হুযূর তাদের বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের জন্য দোয়া করেন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)